ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৮৭ কলাম ৭

24 2007

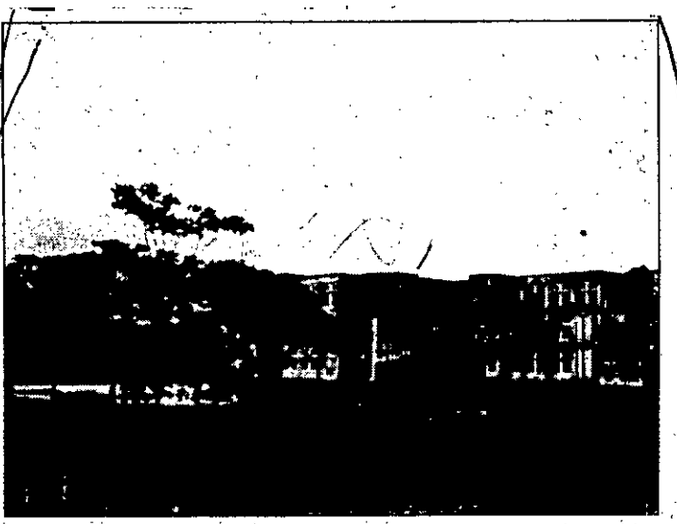

পানিবন্দী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ —ভোরের কাগজ

বন্যা ও জলাবদ্ধতায় নোয়াখালীর ৪০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত

নোয়াখালী প্রতিনিধি : প্রবল বর্ষণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা ও বন্যায় নোয়াখালী জেলার ৬টি উপজেলার প্রায় ৪ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত ২৭ জুন থেকে একটানা প্রবল বর্ষণ হয় ৮ জুলাই পর্যন্ত। এ সময় জলাবদ্ধতা এবং বন্যায় ৬টি উপজেলার ৫০ থেকে৭০শতাংশএলাকাদেড়থেকে ৬ ফুট পানিতে সয়লাব হয়ে যায়। ফলে অন্যান্য অবকাঠামোসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনিভাবে প্রায় ২৫ দিন পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

নোয়াখালী জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জেলার ৬টি উপজেলায় ৬০টি মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে পড়ায় এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো, আসবাবপত্র, লাইব্রেরির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এছাড়া সদর উপজেলার চরজব্বর কলেজ, চরবাটা কলেজ, জয়নাল আবদিন উচ্চ বিদ্যালয়, চরবাটা খাসেরহাট উচ্চবিদ্যালয়, চরজব্বর আটকপালিয়া মাদ্রাসাসহ বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫ কোটি টাকার বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

নোয়াখালী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র বন্যাকালীন জেলায় ৩১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার তথ্য জানিয়েছে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১২৩টি, বেগমগঞ্জে ৯৬টি, হাতিয়ায় ৩০টি, চাটখিলে ২০টি, সেনবাগে ৪০টি এবং কোম্পানীগঞ্জে ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ সকল স্কুলের মধ্যে প্রায় অর্ধেক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, টাকার অংকে যার পরিমাণ প্রাথমিকভাবে নির্ণিত হয় ৮ কোটি টাকা।

তাছাড়া হাতিয়া উপজেলার রাজার হাওলা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ভাঙনের কবলে পড়ে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এছাড়াও বেশকিছু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ জলমগ্ন থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা না হলে শিক্ষা কার্যক্রম আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে একাধিক সূত্র জানিয়েছে।